দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট

বাংলাদেশের ন্যায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এদেশে ইহাই সবচাইতে বেশি অবহেলিত ও উপেক্ষিত। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, এইসব প্রতিষ্ঠানে ৫০ হইতে ৮০ শতাংশ শিক্ষকের পদ শূন্য। ইহাছাড়া ব্যবহারিক ক্লাসের প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষক নাই। তাহার উপর আবার চালু করা হইয়াছে দ্বিতীয় শিফট। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি চলিতেছে গোঁজামিল দিয়া। অধিকাংশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কোনো কোনো বিভাগে নিয়মিত শিক্ষক আছেন এক বা দুইজন। এক্ষেত্রে অনেক সময় সদ্য পাস করা খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়া ক্লাস পরিচালনা করিতে দেখা যায়।

সম্প্রতি বাংলাদেশ ও জার্মানির কারিগরি শিক্ষার্থীদের নিয়া পরিচালিত এক গবেষণা রিপোর্টে দেখা যায় যে, জার্মানির টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের তুলনায় বাংলাদেশের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অনেক পিছাইয়া আছেন। দক্ষতা নিরূপণে তাহাদের ১৬টি পরীক্ষা নেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা জার্মানির শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের এক-চতুর্থাংশ পাইয়াছেন। এই গবেষণাটি পরিচালনা করেন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফারুক আহমেদ হাওলাদার এবং জার্মানির স্টুটগার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিনহল্ড নিকোলায়। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও উপলব্ধি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভাল করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ তাহারা সনদ অর্জন করিলেও কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা নিয়া বাহির হইতে পারিতেছেন না। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন— ইহার মূল কারণ শিক্ষকস্বল্পতা। বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকই যদি না থাকিবেন, তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা কি করিয়া যথার্থ পাঠ গ্রহণ করিবেন?

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, সারাদেশে বর্তমানে সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে ৪৯টি। আর ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট আছে ৬৪টি। ইহাছাড়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বস্ত্র প্রকৌশল ও কৃষি ইনস্টিটিউটসহ মোট ১৫ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। এইসব মিলিয়া সরকারি মোট প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫১টিতে। উহার মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মনোটেকনিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটগুলিতে মোট স্থায়ী ও অস্থায়ী শিক্ষক পদের ৪৬ শতাংশই শূন্য। ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলিতে শিক্ষকদের শূন্যপদ ৬৪ শতাংশ। ইহাছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পদের ৫৬ শতাংশই খালি। টিটিসি, মনোটেকনিক, পলিটেকনিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলাইয়া প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের মোট সৃষ্টপদ ১ হাজার ৩৬১টি। তন্মধ্যে শূন্য ৬৪৯টি। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকের মোট ৭১২টি পদের মধ্যে শূন্য ৩৭৪টি। তাই সার্বিকভাবে এ ব্যাপারে হতাশ হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

আমাদের বক্তব্য হইল, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইতে হইলে ভালভাবেই চালাইতে হইবে। পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং সকল প্রকার শিক্ষা উপকরণ দিয়া পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হইবে। যদি সরকারের সক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে বেসরকারি খাতকেই এক্ষেত্রে উৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়। চাহিদার ভিত্তিতে নূতন নূতন বেসরকারি পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিতে হইবে।